بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

আন্তরিকতা ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা

কয়েকজন নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবীর বরকতময় জীবনের স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৭ জানুয়ারী, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

আজ আমি কতিপয় সাহাবার বিষয়ে কিছু স্মৃতিচারণ করব। প্রথম স্মৃতিচারণ করব **হযরত আবু লুবাবা বিন আবদিল মুনযির (রা.)**-এর। তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু রেওয়ায়েত পাওয়া গেছে। আল্লামা ইবনে আবদুল বার 'আল-ইসতিয়াব' গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) পবিত্র কুরআনের আয়াত **ওয়া আখারুনা'তারাফু বিযুনুবিহিম খালাতু আমালান সালিহাঁও ওয়া আখারা সায়্যিয়ান** অর্থাৎ 'আরও কিছু লোক আছে যারা তাদের পাপকে স্বীকার করেছে। তারা পুণ্য কাজকে অন্য খারাপ কাজের সাথে মিশ্রিত করেছে।' আয়াতটির তেলাওয়াত করেন। তিনি বলেন, এই আয়াতটি আবু লুবাবা এবং তার সাথে থাকা সাত-আটজন লোকের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা তাবুক অভিযানে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। পরবর্তিতে তারা আল্লাহ্র কাছে অনুতপ্ত হয় এবং নিজেদেরকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখে। তাদের উত্তম কাজ ছিল তওবা করা এবং তাদের মন্দ কাজ ছিল জেহাদ থেকে বিরত থাকা।

মুজাম্মা বিন জারিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উনাইস বিন কাতাদাহ (রা.)-এর শাহাদাতের পর তার স্ত্রী হযরত খানসা বিনতে খিদাম এর পিতা তাকে মুজাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেন, যাকে তিনি অপছন্দ করতেন। তখন মহানবী (সা.) তার বিয়ে বাতিল করে দেন। এরপর হযরত আবু লুবাবা (রা.) তাকে বিয়ে করেন, যার থেকে হযরত সায়েব বিন আবু লুবাবা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন আবি ইয়াজিদ বলেন, আমরা হযরত আবু লুবাবা (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন সেখানে ছেঁড়া পুরানো কাপড় পরা এক ব্যক্তি বসে ছিল, সে বলল, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

এর কাছ থেকে শুনেছি যে, যে পবিত্র কুরআন সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করে না সে আমাদের একজন নয়।

পরবর্তি উল্লেখ হযরত আবুল জিয়াহ বিন সাবিত বিন নু'মান (রা.) এর। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, বদর যুদ্ধে পাথরের কোণায় গোড়ালিতে আঘাত পেয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল, তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তাঁর জন্য নির্ধারিত অংশ রেখে দিলেন।

এরপর মহানবী (সা.)-এর দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত দাস হযরত আনসা (রা.)-এর কথা উল্লেখ করব। ইমাম জোহরি বলেন, মহানবী (সা.) যোহরের পর যারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাদের অনুমতি দিতেন এবং হযরত আনসা (রা.) তাদের হয়ে মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে এ অনুমতি সংগ্রহ করতেন।

পরবর্তি উল্লেখ হযরত মরশাদ বিন আবী মরশাদ (রা.)-এর। ইমরান বিন মিনাহ বলেন, হযরত আবু মরশাদ ও তার পুত্র মরশাদ বিন আবি মরশাদ যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন তারা উভয়েই হযরত কুলসুম বিন হিদাম (রা.) এর সাথে অবস্থান করেন। মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, তিনি উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু মরশাদ কান্নায (রা.) হযরত আবু হামজা (রা.) এর সমবয়সী এবং মিত্র ছিলেন। হযরত আবু মরশাদ (রা.) ও তাঁর পুত্র হযরত মরশাদ (রা.) উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন।

এরপর **হযরত আবু মরশাদ কান্নায বিন আল-হুসাইন আল-গানবী (রা.)** এর উল্লেখ করব। রবিউল আউয়াল ২ হিজরীতে, মহানবী (সা.) তাঁর চাচা হযরত হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ত্রিশ জন মুহাজির নিয়ে গঠিত একটি অশ্বারোহী সেনাদলকে মদীনা থেকে পূর্ব দিকে সাইফ আল-বাহরের দিকে পাঠান। সেখানে তিনি মক্কার সর্দার আবু জাহেল এবং তার তিনশত অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন। দুই বাহিনী যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয় এবং এই এলাকার প্রধান মাজদি বিন আমর আল্-জুহানী উভয় পক্ষের মধ্যে হস্তক্ষেপ করলে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। এই সেনাভিযানটি সারিয়া হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব নামে পরিচিত। হযরত আবু মরশাদ (রা.)ও এই অভিযানে শামিল ছিলেন। বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) প্রথম পতাকাটি হযরত হামজা (রা.)কে বেঁধেছিলেন এবং এই যুদ্ধে হযরত হামজা (রা.) এর পতাকা হযরত আবু মরশাদ (রা.) বহন করছিলেন।

এর পরের বর্ণনা **হযরত সালিত বিন কায়েস বিন আমর (রা.)**-এর। হযরত সালিত বিন কায়েস বিন আমর (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা বনু আদী বিন নাজ্জারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় এবং হুনাইনের যুদ্ধের সময় আনসারদের বনু মাযেন গোত্রের পতাকা হযরত সালিত বিন কায়সের কাছে ছিল। ১৩ হিজরীতে এবং কারো মতে ১৪ হিজরীর শুরুতে হযরত উমরের খেলাফতকালে মুসলিম ও পারস্যদের মধ্যে জসরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে দুই হাজার ইরানী নিহত হয়, আবার কিছু রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছয় হাজার ইরানী নিহত হয়। অনুরূপভাবে কারো মতে আঠারোশ বা চার হাজার মুসলমান শহীদ হয়। এই শহীদদের মধ্যে হযরত সালিত বিন কায়েসও ছিলেন।

এরপর **হযরত মুজাযর বিন যিয়াদ (রা.)**'র কথা উল্লেখ করা হবে। মুজাযর বিন যিয়াদ (রা.) জাহেলিয়াতের যুগে সুওয়াইদ বিন সামিতকে হত্যা করেন। পরে হযরত মুজাযর ও হযরত হারিস বিন সুওয়াইদ বিন সামিত (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেও হযরত হারিস বিন সুওয়াইদ তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা ফিরে এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলে হারিস বিন সুওয়াইদ হযরত মুজাযারর ঘাড়ে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে তাকে শহীদ করে। হযরত জিব্রাইল (আ.) মহানবী (সা.) কে অবগত করেন যে হারিস বিন সুওয়াইদ প্রতারণার মাধ্যমে হযরত মুজাযার (রা.)-কে হত্যা করেছে এবং তিনি মহানবী (সা.) কে নির্দেশ দেন মুজাযর (রা.) এর বিনিময়ে হারিসকে হত্যা করতে। তখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত উওয়াইম বিন সায়িদাহ (রা.) হারিস বিন সুওয়াইদকে কুবা মসজিদের দরজায় হত্যা

করেন।

এরপর **হযরত রিফাহ বিন রাফি মালিক বিন আজলান (রা.)**-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রিফাহ বিন রাফি মালিক বিন আজলান (রা.) তার খালাতো ভাই মুআয বিন আফরাআ (রা.) -এর সাথে মক্কায় পৌঁছন এবং দুজনে যখন সানিয়া পাহাড় থেকে নেমে আসেন, সেখানে তারা এক ব্যক্তিকে দেখেন, যিনি ছিলেন মহানবী (সা.)। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করি যে নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তি কোথায়? তিনি (সা.) বলেন যে, সেই ব্যাক্তি হলাম আমি।' এরপর আমাদের অনুরোধে তিনি (সা.) আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বললেন। হযরত রাফাআ (রা.) বায়তুল্লাহ্ তওয়াফের জন্য যান এবং নামায পড়েন, এরপর তিনি কলেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত রাফাআ (রা.) বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে মসজিদে বসে ছিলাম, এমন সময় এক বেদুইন লোক এসে নামায আদায় করল এবং মহানবী (সা.)কে সালাম করল। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং তাকে আবার নামায পড়তে বললেন। সে আবার নামায আদায় করল এবং ফিরে এসে তাঁকে (সা.) সালাম করল। মহানবী (সা.) তাকে আবার নামায পড়তে বললেন। এ রকম দু-তিনবার ঘটল, অবশেষে ঐ বেদুইন ব্যক্তিটি বলল, আমাকে শিখিয়ে দিন কিভাবে নামায পড়তে হয়। তিনি (সা.) বললেন, নামায পড়ার নিয়ত করলে প্রথমে আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক ওযু করবে, তারপর কুরআন থেকে কিছু মনে পড়লে তা তিলাওয়াত করবে। তারপর ধীরে ধীরে রুকু করবে এবং তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সংযমের সাথে সিজদা করবে। অতঃপর প্রশান্ত মনে বসবে। তারপর সিজদা করবে এবং তারপর দাঁড়াবে। এটি করলে তোমার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে এবং যদি তুমি এর মধ্যে কোন ঘাটতি কর, তবে তোমাদের নামাযে ঘাটতি থেকে যাবে।

এরপর **হযরত উসাইদ বিন মালিক বিন রাবিয়াহ (রা.)**-এর উল্লেখ রয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন, আবু উসাইদ বিন মালিক বিন রাবিয়াহ (রা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন, শেষ বয়সে তার দৃষ্টিশক্তি চলে গেলে তিনি বললেন, আজ যদি আমি বদরের স্থানে থাকতাম এবং আমার দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকত, আমি তোমাকে সেই উপত্যকাটি দেখাতাম যেখান থেকে ফেরেশতারা এসেছিলেন। এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ বা বিভ্রম থাকবে না। হযরত আবু উসাইদ মালিক বিন রাবিয়াহ (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বসে ছিলাম, এমন সময় বনু সালমার এক ব্যক্তি এসে বলল, আমাদের পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পরও কি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা আবশ্যক? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া করা, ক্ষমা চাওয়া, তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা, তাদের আত্মীয়দের প্রতি সদয় হওয়া এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান করা উচিত। এভাবে তারা সওয়াব এবং মাগফেরাত পেতে থাকবে।

উসমান বিন আরকাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বদরের দিনে বলেছিলেন, 'তোমার কাছে মালে গনিমতের যে সম্পদ আছে তা রেখে দাও', তখন হযরত আবু উসায়ীদ আল-সাদী 'আয়যুল মুরযবান'-এর তরবারিটি রেখে দেন। তখন হযরত আরকাম মহানবী (সা.)-এর কাছে সেই তরবারিটি চাইলে মহানবী (সা.) তরবারিটি তাঁকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন **হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল আসাদ (রা.)**-এর বর্ণনা করব। মহানবী (সা.) তাকে একটি পতাকা দেন এবং দেড় শতাধিক মুহাজির ও আনসারের নেতৃত্বে বনু আসাদকে দমন করার জন্য পাঠান। তিনি উহুদ ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বাহুতে আঘাতের কারণে তিনি তৃতীয় জুমাদিউল আখর ৪র্থ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

অতঃপর **হযরত খালাদ বিন রাফি আল-জারকী (রা.)**-এর কথা উল্লেখ করা হবে। খালাদ বিন রাফি আল-

জারকী (রা.) আনসারদের বনু খাযরাজ গোত্রের আজলান শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যে ব্যক্তিকে মহানবী (সা.) দু-তিনবার নামায পড়তে বলেছিলেন এবং তার অনুরোধে তাকে নামাযের পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন তিনি হলেন হযরত খালাদ বিন রাফি (রা.)।

অতঃপর **হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)**-এর কথা উল্লেখ করা হবে। খন্দকের যুদ্ধ উপলক্ষে তিনি পূর্ণ খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এ সময় হযরত আব্বাদ বিন বিশর মহানবী (সা.) এর নির্দেশে আবু সুফিয়ান ও তার সাথে থাকা কিছু মুশরিকের মুখোমুখি হন এবং তাদের ফিরে যেতে বাধ্য করেন। এ সময় হযরত আব্বাদ বিন বিশর মহানবী (সা.)-এর তাঁবু রক্ষা করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলতেন, আল্লাহ্ আব্বাদ বিন বিশর (রা.)-এর প্রতি রহম করুন, তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যিনি তাঁর তাঁবুকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং সর্বদা তা রক্ষা করেছিলেন।

এরপর **হযরত হাতিব বিন আবি বালতাহ (রা.)**-এর উল্লেখ রয়েছে। তিনি ৬৫ বছর বয়সে ৩০ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন এবং হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার ইমামতি করেন। ইয়াকুব বিন উতবাহ থেকে বর্ণিত যে, হাতিব বিন আবি বালতাহ তাঁর মৃত্যুর দিন চার হাজার দিনার ও দিরহাম রেখে গেছেন। একবার তাঁর এক ক্রীতদাস মহানবী (সা.) -এর কাছে তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে এসে বলল, হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তিনি (সা.) বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বদরের যুদ্ধ এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে জড়িত থাকার কারণে সে কখনোই সেখানে প্রবেশ করবে না।

হুযুর আনোয়ার পরিশেষে বলেন, বদরী সাহাবীদের আরো কিছু উল্লেখ আছে, যা পরে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
27 January 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in